দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 09 APR 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

জনদরদী শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর মুর্শেদী

আশেকা ইরশাদ

চেতনা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়ে একের পর এক বাধা যেমন পার হওয়া যায়, তেমনি জীবনের লক্ষ্যেও পৌঁছানো যায়। মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, জীবন যুদ্ধে তাই অনেককে হতে হয় পর্যুদস্ত। পরিপূর্ণ সাফল্য হয়ত অলীক কিন্তু মোটামুটিভাবে নিজের জীবনকে নিজের হাতে নিজের মত করে গড়ে নেবার ক্ষমতা যাদের থাকে তাঁরা জীবনে সার্থকতা ও তার আনন্দ লাভ করে থাকে।

তেমনি এক সংগ্রামী পুরুষ ছিলেন খান বাহাদুর এস, এ, ই, বি, মুর্শেদী। তিনি অসাধারণ নন কিন্তু তার জীবন থেকে অনেকেরই হয়ত অনেক কিছু শেখার আছে। প্রতিকূলতাকে মনের শক্তি দিয়ে বড় হবার অদম্য ইচ্ছা দিয়ে পরিচালিত করে। তিনি জীবনের বিভিন্ন পরিচয় রেখেছেন সাফল্যের। মানুষের জীবনে অনেকগুলো পর্যায় ও দিক থাকে। কর্মক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনে ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় একটি মানুষের অনেক রকমের পরিচয় পাওয়া যায়। সার্বিকভাবে যে মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে পারে সে সার্থক।

মুর্শেদী সাহেবের পিতা সৈয়দ আবদুল মালেক ছিলেন তদানীন্তন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য এবং জেলা প্রশাসক। উচ্চপদস্থ কর্মচারী হলেও তিনি বেছে নিয়েছিলেন Plain living & high thinbing-এর নীতি। অত্যন্ত সৎ এবং আধ্যাত্মিক মনোভাবাসম্পন্ন পিতার ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছিল ছেলের উপর। বেশ কম বয়সে মারা যান আবদুল মালেক সাহেব। উচ্চহারে বেতন পেতেন ঠিকই তবে অত্যন্ত সাদাসিদে জীবন-যাপন করতেন অপরকে সাহায্য করে তাই সঞ্চয় তেমন কিছু ছিলো না। তার মৃত্যুর পর সংসারের বড় ছেলে হিসাবে মুর্শেদী সাহেবের ওপরে এলো বিধবা মা, বোন ও ভাই-এর ভার। তখন তিনি আঠার বছরের তরুণ। সামনে ছিল I. S. C. পরীক্ষা। চরম প্রতিকূলতা অসুবিধার মধ্যে মাত্র আঠার দিনের প্রস্তুতি শেষে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা দিয়ে ৩টা লেটারসহ পেলেন প্রথম বিভাগ। কিন্তু আর পড়াশোনা করা সম্ভব ছিল না। চাকুরী ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাই পুলিশ বিভাগে ১৯২০ সনে A.S.I.-এর পদে যোগ দিলেন। উচ্চপদস্থ, উচ্চবংশীয় এবং মেধাবী পিতার সন্তানের জন্য এটি ছিল একটি প্রচণ্ড আঘাত। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি যেমন করে হোক তাকে বড় হতে হবে— উঠতে হবে। তাই সে সামান্য চাকুরীকে আঁকড়ে ধরলেন। দৃষ্টি ছিল ওপরের দিকে। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উচ্চপদে উন্নীত হন। আনুমানিক পনর-ষোল বছর পরে উন্নীত হলেন কলিকাতা পুলিশের Asst. Commissiones-এর পদে।

এর পর ঘুরে গেল জীবনের মোড়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতার সময় পুলিশের লোক চলে এলেন লেবার ডিপার্টমেন্টে এসিসটেন্ট লেবার কমিশনার হিসাব। মননশীলতা ন্যায়বিচার ছিল তার জীবনের চালিকাশক্তি। তাই অত্যন্ত সাফল্যের পরিচয় দিলেন শ্রম বিভাগে। ১৯৪৬ সনে উন্নীত হলেন লেবার কমিশনার পদে। অবিভক্ত বাংলার প্রথম নন ইউরোপীয়ান কমিশনার তিনি। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রম আইনের অধ্যাপক ছিলেন।

দেশ বিভাগের পর তিনি চলে এলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। কেন্দ্রীয় সরকারের লেবার কমিশনার হওয়ার আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন পূর্ব বাংলায় থাকার তাগিদে। ১৯৫৩ সনে তিনি এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

খান বাহাদুর মুর্শেদী

সাফল্যের পরিচয় ছিল তার কর্মজীবনে। পুলিশ বিভাগে থাকাকালীন কর্ম দক্ষতার জন্য পেয়েছিলেন Kings Police medal ও ভাইসরয় মেডেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্ভিক্ষের সময় যে রেশনিং বিভাগ খোলা হয়েছিল সেখানে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। '৪৩-এর মন্বন্তর এ কলিকাতা শহরের রেশন বিতরণের নীতিমালা প্রণয়ন করেন। শ্রম আইনে তার ছিল দক্ষতা। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ক্লাস নিতেন তিনি। নিজে নন গ্রাজুয়েট হয়ে পেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের আসন। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি শ্রমিকদের সাংগঠনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় অনুভব করেছিলেন। দেশ বিভাগের পর সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন ইনস্টিটিউট। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আহবান জানাতেন বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য। এদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি, সি, দেব এবং অর্থনীতির অধ্যাপক ডাঃ মাযহারুল হক। অবসর গ্রহণের পরও থেমে থাকেননি। তার কর্মচাঞ্চল্য সরকারী কাজ থেকে অবসর পেয়ে তিনি বিভিন্ন কোম্পানী ও সংস্থায় উপদেষ্টা ছিলেন। তার সর্বশেষ পদ ছিল ন্যূনতম মজুরী বোর্ডের সভাপতি। ন্যূনতম বেতন নির্ধারণে তার পরামর্শ সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করেছিল।

অবসর জীবন তাকে এনে দিল সমাজসেবার সুযোগ। এগিয়ে গেলেন তিনি শিক্ষা প্রসারে। শিক্ষার সম্মান ছিল তার কাছে সবচাইতে বেশী এবং মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ ব্যাপারে তার পারিবারিক ঐতিহ্য গৌরবোজ্জ্বল। উল্লেখ করা যেতে পারে, বেগম রোকেয়ার প্রথম ক্লাস বসেছিল তার পিতার বৈঠকখানায় এবং প্রথম পাঁচ জন ছাত্রীর মধ্যে চার জন ছিলেন তার বোন। লালমাটিয়া গার্লস কলেজ এবং স্কুল, বয়েজ স্কুল এবং লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠানে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অকাতরে দিয়েছিলেন তিনি এতে শ্রম এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সত্ত্বেও আর্থিক সাহায্য। এ ছাড়া অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি বেসরকারী সংস্থা।

জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাধা কাটিয়ে মুর্শেদী সাহেব পরিচয় দিয়েছিলেন মনের দৃঢ়তার। ঔপনিবেশিক সরকারের অধীনে চাকুরী করলেও তার কাজে পরিচয় পাওয়া যায় প্রগতিশীল মানুষে। স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল তার তাই বৃদ্ধ বয়সেও ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধকে তিনি অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছিলেন। তরুণ কিছু মুক্তিযোদ্ধার সাথে তার যোগাযোগ ছিল। মুর্শেদী সাহেবের কর্মজীবনে ইতি ঘটেছে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে। বয়সের জন্য তিনি স্বাধীনতার সুযোগ পুরোপুরি নিতে পারেননি। পেলে হয়ত দেশ এবং সমাজ তার কাছ হতে আরও কিছু পেত। রক্ষণশীলতা ছিল তার কিন্তু সঙ্কীর্ণতা ছিল না। ধর্মকে তিনি কখনও প্রগতির বাধা হতে দেননি। করেছিলেন চালিকাশক্তি। প্রগতিশীল মনটি তারই ধর্মবোধ থেকে জাগ্রত। আই, এল, ও,-র শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের তালিকায় খান বাহাদুর মুর্শেদীর নাম শ্রমিক কল্যাণ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। সৈয়দ আবু ইয়াহিয়া বজলে মুর্শেদী শ্রমিকের কল্যাণকামী হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।